ইত্তেফাক

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ .. 24 FEB 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ৩ ...

উচ্চ শিক্ষায় সৃষ্টি হবে অচলাবস্থা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৯' জাতীয় সংসদে পাস হলে দেশের উচ্চ শিক্ষায় এক ধরনের অচলাবস্থার সৃষ্টি হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি কলেজে পরিণত হবে। তাই শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে এ আইন পাস না করার দাবি জানিয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের সংগঠন 'এসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ'। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলন থেকে তাঁরা এ দাবি জানান। সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ বলেন, এ আইন পাস হলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কার্যত সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

প্রস্তাবিত বিল-২০০৯ পাস হলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিণত হবে সরকারি কলেজে ঃ সাংবাদিক সম্মেলনে এসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান সি এম শফি সামী বলেন, প্রস্তাবিত বিল পাস হলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারের কর্তৃত্ব আরও পাকাপোক্ত হবে। পরিণত হবে সরকারি কলেজে। এ আইনের কোনই প্রয়োজনীয়তা নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিদ্যমান আইনে সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। প্রচলিত আইনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম গতিশীল ও শক্ত করতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, পাঠ্যক্রম অনুমোদন, প্রশাসন ও কার্যক্রমের একটি সুনির্দিষ্ট রোড ম্যাপ দেওয়া আছে। নতুন আইনে আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, বিধিনিষেধ ও বিভিন্ন মাধ্যমে এই প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করবে। তিনি বলেন, এ আইনে যে এক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠনের কথা বলা হয়েছে সেটি গ্রহণযোগ্য নয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ফি ও শিক্ষকদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ করে দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাজ নয়। নতুন আইন প্রণয়ন বন্ধ রেখে প্রয়োজনে বিদ্যমান আইনকেই সংশোধন করা যেতে পারে।

এসোসিয়েশনের ভাইস চেয়ারম্যান ও ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির মালিক আবুল কাসেম হায়দার বলেন, প্রস্তাবিত আইনে বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি বন্ধক রাখার ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অথচ জমি বন্ধক না রাখলে ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়া যায় না। আর ঋণ না পেলে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ভবন ও ল্যাবরেটরী নির্মাণ করা যায় না। এ আইনে সিন্ডিকেটে প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টিদের মাত্র একজন প্রতিনিধি রাখার বিধান আছে। অথচ, সরকারের প্রতিনিধি দুইজন রাখা হয়েছে। এতে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠাতাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হবার কোন সুযোগ নেই। এছাড়া এই আইনে ভিসিকে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া, আউটার ক্যাম্পাস ও দূরশিক্ষণ চালু রাখা ও বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা খোলার বিধান রাখা হয়েছে যা শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতাকে ডেকে আনবে।

সংবাদ সম্মেলনে নতুন আইন প্রণয়ন থেকে বিরত থাকতে সরকারের প্রতি আহবান জানানো হয়। সম্মেলনে এসোসিয়েশনের নেতা এবং চট্টগ্রামের 'ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি চিটাগাং' (ইউএসটিসি)-এর ভিসি জাতীয় অধ্যাপক প্রফেসর ডা. নুরুল ইসলাম এবং ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস, এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজি'র (আইইউবিএটি) ভিসি ড. আলীমুল্লাহ মিয়ান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সম্প্রতি মন্ত্রিসভায় এ আইনটি নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। জাতীয় সংসদের চলতি অধিবেশনে আইনটি পাস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ দীর্ঘদিন থেকে এ আইনটি বাতিল করার দাবি জানিয়ে আসছে।